P.Dey SEM-2 History (General) (History of India 300-1206 AD)

Q. আরবদের সিন্ধু অভিযানের তাৎপর্য কী ছিল?

⇒ ঐতিহাসিক অনুমান এর বক্তব্যে নতুন নয়, তবে আরবদের সিন্ধু বিজয় ছিল অন্যান্য ঐতিহাসিক অভিযান থেকে স্বতন্ত্র এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ঐতিহ্য সে, প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এই বাণিজ্যিক সূত্রে আরবীয়রা ভারতের ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। মুসলমান শাসনকালে ভারত ও পারস্যের ক্ষমতার ইসলামের অভ্যুত্থান এই দুই সাম্রাজ্যকে ও ধর্মনৈতিক দিক থেকে সমস্যা সৃষ্টি করায়। এর জন্য আরবরা অস্থির হয়ে ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং এই সমস্যার প্রথম লক্ষ্য হয় সিন্ধু প্রদেশ।

আরবীয়দের সিন্ধু অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে কেমব্রীজ ঐতিহাসিক টেইলর হেগ "জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠন" এর ওপর গুরুত্ব প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যরা মনে করেন, আরবদের সিন্ধু অভিযানের পশ্চাতে গভীরভাবে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অভিসন্ধি লুকিয়ে ছিল। এর সাথে ভারতীয় সম্পদের লোভের আকাঙ্ক্ষাও যুক্ত ছিল। আরবীয়দের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য যাইহোক, তারা সফল হয়েছিলেন এক বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার শাসন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আরবদের সিন্ধু বিজয় ও তিনশত বছর শাসনে এদেশে কোন স্থায়ী মুসলিম প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন, লেনপুল, আরবদের সিন্ধু বিজয়কে "ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে একটি মূল্যবান, নিষ্ফল বিজয়" বলে বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক আর্নল্ড এই বিজয়ের ব্যাপারে গুরুত্বহীনতার কথা বলেছেন। স্যার টেইলর হেগ-এর মতে, "সিন্ধুতে আরবদের অধিষ্ঠান ছিল একটি সাময়িক

বেদব্যাস, একটি বিরাট গ্রন্থের অতি ক্ষুদ্র অংশ তাদের পাঠশালায় কণ্ঠস্থ করানো হতো।

রাজনৈতিক দিক থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয় নিষ্ফল হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সিন্ধুদেশ তাদের কর থেকেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক স্মিথ মনে করেন, আরবরা হিন্দু অধিকার করে গ্রীকদের যে ভীতি দূর করে, পরবর্তীকালে তুর্কীরা ইসলাম তৈরী করেছিল। তবে ইউরোপের সাথে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরবদের মাধ্যমে ও সাংস্কৃতিই বেশি বিকশিত হয়েছিল। ইউরোপ শিক্ষা, সভ্যতা, দর্শন থেকে তারা নিজেদের বঞ্চিত করতে পেরেছিল।

আরবদের মাধ্যমেই ইউরোপ প্রাচীন ও মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও গ্রীকবিদ্যা হাতে পেয়েছিল। এইজন্য বলা হয় ইউরোপের যে জাগরণ ও নব বিজ্ঞান চর্চা আরবদের আলোকবর্তিকা আলোকিত হয়েছিল, এর সূত্র খুঁজতে হবে ইউরোপে। তাই অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ইউরোপের জ্ঞান দীপ্তির আলোয় ইউরোপের সাথে আরবদের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ঐতিহাসিক হ্যাল্লেম্ড এই কথা স্বীকার করেছেন যে, ইউরোপের সাথে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে আরবীয় তথা ইউরোপীয় দর্শন, গ্রীকবিদ্যা পুষ্ট হয়েছিল।

কার্লাইল বলা যায় যে, আরবীয়রা ইউরোপীয় দর্শন, জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল। কিন্তু মোগলের অধিকৃত বিজয়ী কোনদিনই ইউরোপীয়দের আকৃষ্ট করেনি। অতীতকালের মতো, আরবদেশের সাংস্কৃতিক অনুকরণ এর জন্য দায়ী ছিল। তিনি আরও বলেন আরবীয় কার্যকলাপ মোটেই বাগদাদের সাহায্য, সমর্থন পেয়েছিল ইউরোপীয় কার্যকলাপ তা পেয়েছিল কিনা সন্দেহ। তবে ইউরোপ তার উদারতা ও মুসলমান ঐতিহ্য বহির্ভূত আরবদের থেকেও উন্মুক্ত হাতে মিলিয়ে নিতে কার্পণ্য করেনি।